

সকাল-সন্ধ্যার মাহুর আযকার

সংকলক

মুহাম্মদ তাওহীদুল ইসলাম বিন আবু তাহের

(সংকলনের কাল: ডিসেম্বর, ২০২৪ খৃষ্টাব্দ)

প্রত্যেক ফরয নামাযের পরের আযকার

এক:

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ،
تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

-সহীহ মুসলিম: ৫৯১; মুসনাদে আহমদ: ২২৪০৮।

দুই: (তিনবার/ একবার)

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ.

-সহীহ বুখারী: ৬৪৮১ (প্রকাশক: দারুত তা'ছীল - কায়রো); সুনানে নাসায়ী: ১৩৪৩;
মুসনাদে আহমদ: ১৮১৯২; মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা: ৩১২৪ (তাহকীক: মুহাম্মদ
আওয়ামা); আল-মিরআত, ৩/৩১৮-৩১৯; জখীরাতুল উকবা ফী শরহিল মুজতবা,
১৫/৩৬১-৩৬২।

তিন:

اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أُعْطِيتَ، وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

-সহীহ বুখারী: ৮৪৪, ৬৩৩০, ৭২৯২; সহীহ মুসলিম: ৫৯৩।

চার:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ
الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ.

-সহীহ মুসলিম: ৫৯৪।

পাঁচ:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَفْتُ
وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمَقْدَّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخَّرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ.

-সুনানে আবু দাউদ: ১৫০৯।

ছয়:

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ وَخَطَايَايَ كُلَّهَا، اَللّٰهُمَّ اُنْعِشْنِيْ، وَاجْبُرْنِيْ، وَاهْدِنِيْ
لِصَالِحِ الْاَعْمَالِ وَالْاَخْلَاقِ، اِنَّهُ لَا يَهْدِيْ لِصَالِحِهَا، وَلَا يَصْرِفُ سَيِّئَهَا اِلَّا اَنْتَ.

-আমালুল ইয়াওম ওয়াল লাইলাহ, ইবনুস সুন্নী: ১১৬; মাজমাউয যাওয়াইদ:
১০/১১১-১১২, ১৭৩।

সাত:

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَاعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَاعُوْذُ بِكَ مِنْ اَرْدَلِ
الْعُمْرِ، وَاعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَعَذَابِ الْقَبْرِ.

-সহীহ বুখারী: ২৮২২; সুনানে তিরমিজি: ৩৮৮৩।

আট:

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّيْ عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ.

-সুনানে আবু দাউদ: ১৫২২।

নয়:

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ، وَالْفَقْرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ.

-সুনানে নাসায়ী: ১৩৪৭, ৫৪৬৫; মুসনাদে আহমদ: ২০৪০৯, ২০৪৪৭; সহীহ ইবনে
খুযাইমা: ৭৪৭; মুসতাদরাকে হাকেম: ৯৪০।

দশ: আয়াতুল কুরসী

اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ۚ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا
فِى الْاَرْضِ ۚ مَنْ ذَا الَّذِى يَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا
خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖ اِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهٗ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا يَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ.

ফযীলত: কেউ প্রত্যেক (ফরয) নামাযের পর আয়াতুল কুরসি পড়লে তার জান্নাতে
প্রবেশের জন্য মৃত্যু ছাড়া আর কোনও বাধা থাকে না। আমালুল ইয়াওম ওয়াল
লাইলাহ, নাসায়ী: ১০০ [১]

এগারো: সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস (একবার)

-সুনানে আবু দাউদ: ১৫২৩; সুনানে তিরমিজি: ২৯০৩।

বার:

সুবহানাল্লাহ (৩৩ বার) আলহামদুলিল্লাহ (৩৩ বার) আল্লাহ্ আকবার (৩৩ বার),
অতঃপর একবার বলবে,

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ.

ফযীলত: যে ব্যক্তি প্রত্যেক (ফরয) নামাযের পর এই আমলটি করবে তার সকল
(সগীরা) গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। যদিও তা সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হয়। সহীহ
মুসলিম: ৫৯৭; মুসনাদে আহমদ: ৮৮৩৪। [২]

* * * * *

[১] ইসনাদে جيد. "الفوائد المنتخبات، معونة أولي النهى". قال مقبل الوادعي: هذا حديث حسن.
الجامع الصحيح، ১৪৩/২-১৪৪. قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير والأوسط بأسانيد، وأحدها
جيد. مجمع الزوائد، ১০/১০. قال الحافظ: هذا حديث حسن غريب. "نتائج الأفكار".

[২] মাসআলা: যেসকল ফরজ নামাজের পরে সুন্নতে মুয়াক্কাদা রয়েছে (অর্থাৎ জহর, মাগরিব ও
এশা), সে সকল ফরজ এবং সুন্নত নামাজের মাঝে অল্প সময় ব্যবধান রাখবে। তার মধ্যখানে বেশি
সময় নেওয়া অনুচিত ও অনুত্তম। তাই শুরুর দিকে উল্লেখিত কয়েকটি যিকির পাঠ করে, সুন্নত
নামাজ আদায়ে মনোনিবেশ করবে। তারপরে আয়াতুল কুরসী, তাসবীহে ফাতেমী ইত্যাদি দুআ ও
যিকির পড়বে। -সহীহ মুসলিম: ৫৯২; সুনানে তিরমিজি: ২৯৮; সুনানে ইবনে মাজাহ: ৯২৪; মুসনাদে
আহমদ: ২৫৯৭৯; সহীহ ইবনে হিব্বান: ২০০০, ২০০২; সহীহ ইবনে খুযাইমা: ৭৩৬। আল-ইখতিয়ার,
১/৬৬; আল-মুহীতুল বুরহানী, ১/৩৮২; ফাতহুল কাদীর, ১/৪৩৯-৪৪১; লুমআতুত তানকীহ,
৩/৮৮-৯০; হাশিয়াতুশ শুরুনবুলালী মাআ দুরারিল ইক্বাম, ১/৮০; বাহরুর রায়েক, ২/৩৫, ৫২;
ফাতাওয়া হিন্দিয়াহ, ১/৭৭; হাশিয়াতুত তাহতাভী আলাল মারাকী, পৃষ্ঠা: ৩১১-৩১৩; রদদুল মুহতার,
১/৫৩০; মিন্নাতুল ফাতাহ আলাল মারাকী, পৃষ্ঠা: ৬২৩-৬২৬।

সকাল-সন্ধ্যার মাসনূন আযকার

ফযীলত: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ফজরের পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত এবং আসরের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কিছু লোকের সাথে বসে আল্লাহর যিকির করা আমার কাছে হযরত ইসমাইল আ. এর বংশের চারজন দাস মুক্ত করার চেয়েও বেশি প্রিয়। -সুনানে আবু দাউদ: ৩৬৬৭।

তিনি আরো ইরশাদ করেছেন,

সুবহে সাদিক থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত এবং আসরের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আমি জিকির করা; তথা: তাকবীর (আল্লাহ আকবার), তাহমীদ (আলহামদুলিল্লাহ), তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ), তাসবীহ (সুবহানালাহ) পড়া আমার নিকট ইসমাইল আ. এর বংশের চারজন দাস মুক্ত করার চেয়েও বেশি প্রিয়। -মুসনাদে আহমদ: ২২১৮৫, ২২১৯৪। [৩]

[৩] মাসআলা: সকালের আযকারগুলো আদায় করার সর্বোত্তম সময় হলো, তাকে সুবহে সাদেক ও সূর্যোদয় এর মাঝের সময়ে পড়া। আর সন্ধ্যার আযকারগুলো আসরের নামাজ ও সূর্য অস্ত যাওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে এবং মাগরিবের পরেও পাঠ করা যায়। এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা দেখুন:

المراقبة (١٤٧٧/٤، ١٤٨٣)، المراجعة (١١١/٨)، البحر المحيط لمحمد آدم الإتيوبي (٣٦٩-٣٦٨/٤٢)، هل لأذكار الصباح والمساء وقت محدد؟ - إسلام سؤال وجواب (22765)، وقت أذكار الصباح والمساء لأحمد الزومان - شبكة الألوكة، متى يبتدئ وقت أذكار الصباح والمساء؟ لعبد الله الفريح - المصدر السابق، أفضل وقت لأذكار الصباح وأذكار المساء - شبكة إسلام ويب (106945)، الوقت المختار لأذكار الصباح والمساء - المصدر نفسه (344806)، وقت أذكار الصباح والمساء:

<https://kalemtayeb.com/safahat/item/1341>

মাসআলা: যে সকল যিকির সকাল-সন্ধ্যার এবং ফরয নামাজের পরের ও; তাকে যদি সালাতের পরে পাঠ করা হয়, তাহলে সকাল-সন্ধ্যার যিকির যত বার, সেই পরিমাণ পাঠ করলে- তা ফরজ সালাতের পরে পাঠ্য যিকির হিসেবেও আদায় হয়ে যাবে। উদাহরণস্বরূপ: কেউ মাগরিবের সালাতের পরে তিন কুল (সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস) তিন বার করে পড়লে, তা মাগরিবের সালাতের পরে পাঠ্য যিকির থেকেও আদায় হয়ে যাবে।

يراجع: وقت أذكار المساء هل يقع التداخل بين أذكار الصلاة وأذكار الصباح والمساء - إسلام سؤال وجواب (60420).

সকালের আযকার

এক: (ফজরের সালাম ফিরানোর পর একবার)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا.

-সুনানে ইবনে মাজাহ: ৯২৫; মুসনাদে আহমদ: ২৬৫২১।

দুই: (একবার)

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ! بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ، أَصْلِحْ لِّيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ، وَلَا تَكِلْنِيْ إِلَى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ.

-মুসতাদরাকে হাকেম: ২০২৩।

তিন: আয়াতুল কুরসী

ফযীলত: কেউ সকাল বেলা আয়াতুল কুরসি পড়লে সন্ধ্যা পর্যন্ত জিনদের হাত থেকে নিরাপদ থাকবে। সন্ধ্যাবেলা পড়লে সকাল পর্যন্ত নিরাপদ থাকবে। [৪] আল-মুজামুল কাবীর: ৫৪১। [৫]

[৬] «من قالها حين يمسي أجير منا حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح أجير منا حتى يمسي». المعجم الكبير للطبراني (٢٠١/١، رقم: ٥٤١)، الأحاديث المختارة (٣٤/٤، رقم: ١٢٦٠). وفي رواية عن أبي هريرة: فقال: «خل عني، أعلمك كلمات إذا قلتهم لم يقربك ذكر ولا أنثى من الجن» قلت: وما هؤلاء الكلمات؟ قال: «آية الكرسي أقرأها عند كل صباح ومساء». السنن الكبرى للنسائي (رقم: 7963، 10728). قال المنذري: رواه النسائي والطبراني بإسناد جيد واللفظ له. الترغيب والترهيب، ٢٦١/١. وقال الهيثمي: رواه الطبراني، ورجاله ثقات. مجمع الزوائد، ١١٨/١٠.

وأخرج الحاكم في المستدرک (٢٠٨٨، ط الرسالة) عن أبي بن كعب رضي الله عنه.. «قال: ما يجيرنا منكم؟ قال: تقرأ آية الكرسي من سورة البقرة {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} [البقرة: ٢٥٥] قال: نعم، قال: إذا قرأتها غدوة أجرت منا حتى تمسي، وإذا قرأتها حين تمسي أجرت منا حتى تصبح». عن أبي هريرة، قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قرأ حم المؤمن إلى {إليه المصير} [غافر: ١ - ٣] وآية الكرسي حين يصبح، حفظ بهما حتى يمسي، ومن قرأهما حين يمسي، حفظ بهما حتى يصبح. هذا حديث غريب. سنن الترمذي - ط الرسالة (٣٠٩٥).

[٥] قال الراقم: قيل إن آية الكرسي ليست من أذكار الصباح والمساء، كما جاء في موقع إسلام - سؤال وجواب: «المحفوظ من حيث الرواية أن قراءة آية الكرسي من أذكار النوم، وليست من أذكار الصباح والمساء». هل آية الكرسي من أذكار الصباح والمساء؟ (رقم: 448652). وقيل إنها

চার: সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস (তিনবার)

ফযীলত: কেউ সকাল-সন্ধ্যা তিন তিন বার এ তিনটি সূরা পড়লে এ সূরাগুলো তার জন্য সবকিছুর অনিষ্ট থেকে যথেষ্ট হবে। [৬] সুনানে আবু দাউদ: ৫০৮২।

পাঁচ: তিন বার বললে,

أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

তারপর সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত পাঠ করবে-

﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿٢٢﴾ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ أَلَمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢٣﴾ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ۚ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٤﴾﴾ [سُورَةُ الْحَشْرِ: ٢٢-٢٤]

ফযীলত: যে ব্যক্তি সকালে এই আমল করবে- সন্ধ্যা পর্যন্ত ফেরেশতাগণ তাকে দুষ্ট জ্বিন ও মানুষ থেকে রক্ষা করবে, তার গুনাহ ক্ষমা করা হবে, সেদিন মারা গেলে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে এবং সে শহীদ হিসেবে মৃত্যুবরণ করবে। আর যে তা সন্ধ্যায় আমল করবে- সে সকাল পর্যন্ত অনুরূপ ফাজিলত লাভ করবে। [-এর দলিল রচনাটির শেষে একটি আরবি প্রবন্ধে আসবে।]

ছয়: সাইয়িদুল ইস্তিগফার (একবার)

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ.

منها، كما حذر أبو الحسن مصطفى السليمانى بقوله: «وعلى هذا فالحديث يصلح أن يستشهد به في ذكر آية الكرسي من جملة أذكار الصباح والمساء». هل ثبت ذكر آية الكرسي في أذكار الصباح والمساء؟ - رابط المادة: (https://sulaymani.net/?p=2233). فالأولى أن تُقرأ بعد صلاتي الفجر والمغرب، فيتأدى ذلك من الأذكار المقرّوة بعد الصلوات المكتوبة، ومن أذكار الصباح والمساء أيضا - للتداخل -. والله أعلم بالصواب.

[٦] قلت: يا رسول الله، ما أقول؟ قال: {قل هو الله أحد}، والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح،

ফযীলত: কেউ পূৰ্ণ একিনেৰ সাথে সন্ধ্যায় এটি পড়লে ওই রাতে মারা গেলে অবশ্যই জান্নাতে যাবে। সকালে পড়লে ওই দিন মারা গেলে অবশ্যই জান্নাতে যাবে। সহীহ বুখারী: ৬৩০৬ [৭]

সাত: (একবার)

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِیَةَ فِی الدُّنْیَا وَالْاٰخِرَةِ، اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِیَةَ فِی دِیْنِیْ وَدُنْیَایْ وَاهْلِیْ وَمَالِیْ، اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِیْ، وَامِنْ رَّوْعَاتِیْ، اَللّٰهُمَّ احْفَظْنِیْ مِنْ بَیْنِ یَدَیْ، وَمِنْ خَلْفِیْ، وَعَنْ یَمَیْنِیْ، وَعَنْ شَمَالِیْ، وَمِنْ فَوْقِیْ، وَاَعُوْذُ بِعَظَمَتِكَ اَنْ اُغْتَالَ مِنْ تَحْتِیْ.

-সুনানে আবু দাউদ: ৫০৭৪।

আট: (একবার)

اَللّٰهُمَّ عَالِمَ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ، رَبَّ كُلِّ شَیْءٍ وَمَلِیْكَهٗ، اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ، اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِیْ، وَمِنْ شَرِّ الشَّیْطَانِ وَشَرِّكَهٗ، وَاَنْ اَقْتَرِفَ عَلٰی نَفْسِیْ سَوْءًا، اَوْ اُجْرَهٗ اِلٰی مُسْلِمٍ.

-সুনানে তিরমিজি: ৩৬৮৯, ৩৮৪০ (তাহকীক: শুয়াইব আরনাউত)।

নয়:

اَللّٰهُمَّ بِكَ اُصْبَحْنَا، وَبِكَ اُمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْیَا، وَبِكَ نَمُوْتُ وَإِلَیْكَ النُّشُوْرُ.

-সুনানে আবু দাউদ, ৫০৬৮।

দশ:

اُصْبَحْنَا عَلٰی فِطْرَةِ الْاِسْلَامِ، وَعَلٰی کَلِمَةِ الْاِخْلَاصِ، وَعَلٰی دِیْنِ نَبِیِّنَا مُحَمَّدٍ

ثلاث مرات، تكفيك من كل شيء. سنن أبي داود، رقم: ٥٠٨٢. فقلت: ما أقول؟ قال: "قل هو الله أحد، والمعوذتين حين تمسي وتصبح ثلاث مرات، يكفيك من كل شيء". سنن الترمذي، رقم: ٣٨٩٢.

[৭] قال: «ومن قالها من النهار موقنا بها، فمات من يومه قبل أن يمسي، فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها، فمات قبل أن يصبح، فهو من أهل الجنة». صحيح البخاري، رقم: 6306.

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَلَى مَلَّةٍ أَيْبِنَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا، وَمَا كَانَ مِنَ
الْمُشْرِكِينَ.

-মুসনাদে আহমদ: ১৫৩৬০, ১৫৩৬৩।

এগারো:

أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمَلِكُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الْيَوْمِ
فَتْحَهُ، وَنَصْرَهُ، وَنُورَهُ، وَبَرَكَتَهُ، وَهُدَاهُ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيْهِ وَشَرِّ مَا
بَعْدَهُ.

-সুনানে আবু দাউদ: ৫০৮৪।

বার:

أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمَلِكُ لِلّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ
الْمَلِكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، رَبِّ اَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِيْ هَذَا الْيَوْمِ
وَخَيْرَ مَا بَعْدَهُ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيْ هَذَا الْيَوْمِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ، رَبِّ اَعُوْذُ
بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوءِ الْكِبَرِ، رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي
الْقَبْرِ.

-সহীহ মুসলিম: ২৭২৩।

তের:

اَللّٰهُمَّ مَا اَصْبَحَ بِيْ مِنْ نِّعْمَةٍ، اَوْ بِاَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ، فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ،
فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ.

-সুনানে কুবরা, নাসায়ী: ৯৭৫০।

ফযীলত: কেউ সকালে এ দোয়া পড়লে সে যেন সারাদিনের শুকরিয়া আদায় করে
ফেলল। সন্ধ্যায় পড়লে যেন সারা রাতের শুকরিয়া আদায় করে ফেলল। সুনানে আবু
দাউদ: ৫০৭৩; সহীহ ইবনে হিব্বান: ৮৬১; আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ: ৪১।

চৌদ্দ:

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَأَعُوْذُ بِكَ
مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ.

-সুনানে আবু দাউদ: ১৫৫৫।

পনের: (তিনবার)

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

ফযীলত: কেউ সকালে তিন বার এবং সন্ধ্যায় তিন বার এ দোয়া পড়লে কোনও কিছুই তার ক্ষতি করতে পারবে না। সুনানে আবু দাউদ: ৫০৮৮; সুনানে তিরমিজি: ৩৬৮৫;
মুসনাদে আহমদ: ৪৪৬, ৪৭৪, ৫২৮।

ষোল: (তিনবার)

رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيًّا.

ফযীলত: কেউ সকালে তিন বার এবং সন্ধ্যায় তিন বার এ দোয়া পড়লে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তাকে অবশ্যই সন্তুষ্ট করবেন। মুসনাদে আহমদ: ১৮৯৬৭, ১৮৯৬৯, ২৩১১-১২; সুনানে আবু দাউদ: ৫০৭২; সুনানে তিরমিজি: ৩৬৮৬।

সতের: (তিনবার)

اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي سَمْعِي، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِي، لَا
إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ، وَالْفَقْرِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ
عَذَابِ الْقَبْرِ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ.

-সুনানে আবু দাউদ: ৫০৯০; মুসনাদে আহমদ: ২০৪৩০।

আঠারো: (তিনবার)

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِينَةَ عَرْشِهِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ.

ফযীলত: কেউ এই তাসবীহ তিন বার পাঠ করলে, সে ফজরের পর থেকে চাশতের সময় পর্যন্ত যিকর করার সমান সওয়াব পাবে। -সহীহ মুসলিম: ২৭২৬; সুনানে আবু দাউদ: ১৫০৩; মুসনাদে আহমদ: ২৬৭৫৮।

উনিশ: (চারবার পড়বে)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ أَشْهَدُكَ، وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ، وَمَلَائِكَتَكَ، وَجَمِيعَ خَلْقِكَ،
أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، وَحَدَّكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ.

ফযীলত: কেউ এই দোয়াটি সকালে চারবার বা সন্ধ্যায় চারবার পড়লে আল্লাহ তাআলা তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেবেন। -সুনানে আবু দাউদ : ৫০৬৯।

বিশ: (সাত বার)

حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ.

ফযীলত: কেউ সকালে সাত বার এবং সন্ধ্যায় সাত বার এ দোয়া পড়লে আল্লাহ তার দুনিয়া ও আখেরাতের সকল দুশ্চিন্তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবেন। সুনানে আবু দাউদ: ৫০৮১।

একুশ: (বাদ ফজর সাত বার)

اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنَ النَّارِ.

ফযীলত: ফজর ও মাগরিবের পর (কারো সাথে কথা বলার পূর্বে) ৭ বার এই দুআ পাঠ করলে, সেদিন বা সেই রাতে মৃত্যুবরণ করলে আল্লাহ তাআলা তাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবেন। সুনানে আবু দাউদ: ৫০৭৯; মুসনাদে আহমদ: ১৮০৫৪; সহীহ ইবনে হিব্বান: ২০২২।

বাইশ: (দশ বার যেকোনো দুরূদ)

ফযীলত: কেউ সকালে দশবার এবং সন্ধ্যায় দশবার আমার ওপর দরূদ পাঠ করলেন কেয়ামতের দিন সে আমার সাফাআত পাবে। মাজমাউয যাওয়ায়েদ: ১৭০২২ (১০/১২০); সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ'ঈফা, ৫৭৮৮ [৮]

[৮] হাদীসে বর্ণিত দুরূদের কিছু বাক্য:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ، وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

-সুনানে আবু দাউদ: ৯৮২।

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، وَصَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ.

-সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৯০৩; মুসতাদরাকে হাকিম: ৭৩৫২।

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

তেইশ: (সকালে/ বাদ ফজর দশ বার)

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

-সুনানে তিরমিজি: ৩৭৮০, ৩৮৪৪; মুসনাদে আহমদ: ১৭৯৯০; ২৩৫১৮; ২৬৫৫১; সহীহ ইবনে হিব্বান: ৫/৩৬৯-৩৭০; মূজামুল কাবীর, তাবারানী: ২০/৬৫, বর্ণনা নং: ১১৯।

ফযীলত: যে ব্যক্তি সকালে এই বাক্যগুলো পড়বে সে হযরত ইসমাইল আ. এর বংশধরদের মধ্য থেকে একজন গোলাম আযাদ করার সওয়াব পাবে, তাকে দশটি নেকী দান করা হবে, তার দশটি গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে, তার দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করা হবে এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত সে শয়তানের প্রভাবমুক্ত থাকবে। আর যদি সে সন্ধ্যায় তা পড়ে, তাহলে সকাল পর্যন্ত এমন হবে। সুনানে আবু দাউদ: ৫০৭৭; সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৮৬৭; মুসনাদে আহমদ: ১৬৫৮৩।

যে ব্যক্তি সকালে এই বাক্যগুলো দশবার বলবে, তার জন্য একশোটি নেকি লেখা হবে, তার একশোটি গোনাহ মুছে দেওয়া হবে, তার একশোটি মর্যাদা বৃদ্ধি করা হবে, তাকে দশটি গোলাম আযাদের সাওয়াব দেওয়া হবে এবং সে সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তানের প্রভাবমুক্ত থাকবে। আর কেউ যদি সন্ধ্যায় ওই পরিমাণ পড়ে, তাহলে অনুরূপই হবে। -মুসনাদে আহমদ: ৮৭১৯, ২৩৫১৬, ২৩৫৪৬, ২৩৫৬৮।

যে ব্যক্তি সকালে একশো বার এবং সন্ধ্যায় একশো বার এই বাক্যগুলো পাঠ করবে, তার চেয়ে উৎকৃষ্ট আমল কারী আর কেউ হবে, তবে কেউ তার থেকে বেশি পড়লে; তার কথা ভিন্ন। -আমালুল ইয়াওম ওয়াল লাইলাহ, নাসায়ী: ৫৭৫; আমালুল ইয়াওম ওয়াল লাইলাহ, ইবনুস সুন্নী: ৭৫।

-মুজামে কাবীর: ৪৪৮০-৮১; মুসনাদে আহমদ: ১৬৯৯১।

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ.

-সুনানে নাসায়ী: ১২৯২; সুনানে কুবরা, নাসায়ী: ১২১৬।

صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَسَلَّمَ.

-নাতাইজুল আফকার, ইবনে হাজার, ১/২৮৩।

صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ.

-সুনানে নাসায়ী: ১৭৪৬।

চব্বিশ: (১০০ বার)

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ.

-সহীহ মুসলিম: ২৬৯২।

ফযীলত: সকাল-সন্ধ্যা যে ব্যক্তি এই বাক্য একশো বার পাঠ করবে, কেয়ামতের দিন তার চেয়ে বেশি সাওয়াব নিয়ে কেউ উপস্থিত হবে না। হ্যাঁ, অন্য কেউ যদি এই পরিমাণ বা এর চেয়ে বেশি পড়ে, তার কথা ভিন্ন। -মুসলিম, হাদীস ২৬৯২। কেউ সকাল- সন্ধ্যায় ১০০ বার এটি বললে তার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে যদিও তা সমুদ্রের ফেনার চেয়েও বেশি হয়। -সহীহ ইবনে হিব্বান: ৮৫৯; মুস্তাদরাকে হাকেম: ১৯২৭।

পঁচিশ: (১০০ বার)

سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ، وَبِحَمْدِهِ.

ফযীলত: কেউ এই বাক্য সকাল-সন্ধ্যা একশো বার পাঠ করলে, কোন ব্যক্তি তার সমান স্তরে পৌছতে পারবে না। (তবে যদি তার বরাবর, বা বেশি পড়ে; তাহলে ভিন্ন কথা)। সুনানে আবু দাউদ: ৫০৯১; সহীহ ইবনে হিব্বান: ৮৬০।

ছাব্বিশ: (বাদ ফজর ১০০ বার)

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ.

ফযীলত: ফজর ও আসরের নামাজের পর কেউ এই বাক্য একশো বার পড়লে, তার গোনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে, যদিও সমুদ্রের ফেনা সমান হয়। -শরহ মুশকিলিল আছার, ১০/৮১।

সাতাইশ: (ইস্তিগফার ১০০ বার) [৯]

হাদীসে বর্ণিত ইস্তিগফারের কতক বাক্য:

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ.

-সহীহ ইবনে হিব্বান: ৯২৮ [১০]

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ.

-মুস্তাদরাকে হাকেম: ২৫৮২ [১১]

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْعَفُورُ / الرَّحِيمُ.

-সুনানে তিরমিজি: ৩৭৩৩; আবু দাউদ: ১৫১৬; মুসনাদে আহমদ: ৪৭২৬, ৫৩৫৪।

সন্ধ্যার আযকার

এক. (একবার)

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ أَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ وَلَا تَكِلْنِيْ إِلَى نَفْسِيْ
ظَرْفَةَ عَيْنٍ.

-এ

দুই: আয়াতুল কুরসী

-এ

তিন: সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস (তিনবার)

-এ

[৯] عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن جده قال: قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس: فقال: «ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله فيها مائة مرة». المعجم الأوسط (3737)، عمل اليوم والليلة للنسائي (441)، السنن الكبرى له (10202)، مصنف ابن أبي شيبة (35075)، المطالب العالية (576/13)، سننه صحيح؛ أنظر: إتحاف الخيرة للبوصيري (422/7)، سلسلة الأحاديث الضعيفة (402/9)، سلسلة الأحاديث الصحيحة، 1600.

[10] عن أبي هريرة، قال: ما رأيت أحدا أكثر أن يقول: أستغفر الله وأتوب إليه من رسول الله ﷺ. صحيح ابن حبان، رقم: 928. وينظر: المنتخب من مسند عبد بن حميد ت مصطفى العدوي (1463)، عمل اليوم والليلة لابن السني (363). ثم جاءوا به فقال له رسول الله ﷺ: قل: أستغفر الله وأتوب إليه. قال: أستغفر الله وأتوب إليه. فقال رسول الله ﷺ: اللهم تب عليه. مسند أحمد (22508).

[11] عن ابن مسعود، قال: قال رسول الله ﷺ: من قال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، ثلاثا، غفرت ذنوبه وإن كان فارا من الزحف. المستدرک على الصحيحين - ط الرسالة (2582). وينظر: سنن أبي داود (1017)، سنن الترمذي (3894). عن عبد الله بن مسعود، قال: «لا يقول رجل أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات إلا غفر له وإن كان فر من الزحف». المعجم الكبير للطبراني (8541)، مجمع الزوائد، 210/10. وينظر: مصنف ابن أبي شيبة - ت الشثري (31423).

চার: তিন বার বললে,

أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

তারপর সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত পাঠ করবে-

﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿٢٢﴾ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢٣﴾ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٤﴾﴾ [سُورَةُ الْحَشْرِ: ٢٢-٢٤]

-ঐ-

পাঁচ: সাইয়িদুল ইস্তিগফার (একবার)

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ.

-ঐ-

ছয়: (একবার)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي، وَآمِنْ رَوْعَاتِي، اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْ، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي.

-ঐ-

সাত: (একবার)

اللَّهُمَّ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكُهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّكَه، وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا، أَوْ أَجْرَهُ إِلَى مُسْلِمٍ.

-এ-

আট:

اَللّٰهُمَّ بِكَ اَمْسَيْنَا وَبِكَ اَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ.

-আল আদাবুল মুফরাদ, বুখারী: ১১৯৯; সুনানে তিরমিজি: ৩৬৮৮।

নয়:

اَمْسَيْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْاِسْلَامِ، وَعَلَى كَلِمَةِ الْاِخْلَاصِ، وَعَلَى دِيْنِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَلَى مِلَّةِ اَبِيْنَا اِبْرَاهِيْمَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ.

-এ-

দশ:

اَمْسَيْنَا وَاَمْسَى الْمُلْكُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ فَتَحَهَا، وَنَصْرَهَا، وَتُوْرَهَا، وَبَرَكَتَهَا، وَهَدَاهَا، وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيْهَا وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا.

-এ-

এগারো:

اَمْسَيْنَا وَاَمْسَى الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، رَبِّ اَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِيْ هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا، وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيْ هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا، رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوْءِ الْكِبَرِ، رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ.

-এ-

বার:

اَللّٰهُمَّ مَا اَمْسَى بِيْ مِنْ نِّعْمَةٍ اَوْ بِاَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ، فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ.

-এ-

তের:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ، وَاعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَاعُوْذُبِكَ
مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَاعُوْذُبِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّیْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ.

-এ-

চৌদ্দ: (তিনবার)

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِیْ لَا یَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَیْءٌ فِی الْاَرْضِ وَلَا فِی السَّمَاءِ وَهُوَ
السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ.

-এ-

পনের: (তিনবার)

رَضِیْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا، وَبِالْاِسْلَامِ دِیْنًا، وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ نَبِیًّا.

-এ-

ষোল: (তিনবার)

اَللّٰهُمَّ عَافِنِیْ فِیْ بَدَنِیْ، اَللّٰهُمَّ عَافِنِیْ فِیْ سَمْعِیْ، اَللّٰهُمَّ عَافِنِیْ فِیْ بَصَرِیْ، لَا
اِلهَ اِلَّا اَنْتَ. اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ، اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ
عَذَابِ الْقَبْرِ، لَا اِلهَ اِلَّا اَنْتَ.

-এ-

সতের: (তিনবার)

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ.

ফযীলত: কেউ সন্ধ্যায় তিন বার এ দোয়াটি পড়লে ওই রাতে কোনো কিছুই তার
কোনও ক্ষতি করবে না। -মুসনাদে আহমদ: ৭৮৯৮; সহীহ মুসলিম: ২৭০৯; সুনানে
তিরমিজি: ৩৯২৩।

আঠারো: (চার বার)

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَمْسِیْتُ اَشْهَدُكَ، وَاَشْهَدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ، وَمَلَائِكَتَكَ، وَجَمِیْعَ خَلْقِكَ،

أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، وَأَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ.

-ঐ

উনিশ: (সাত বার)

حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ.

-ঐ

বিশ: (বাদ মাগরিব সাত বার)

اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنَ النَّارِ.

-ঐ

একুশ: (দশ বার যেকোনো দুরূদ)

-ঐ

বাইশ: (সন্ধ্যায়/ বাদ মাগরিব দশ বার)

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

-ঐ

তেইশ: (১০০ বার)

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ.

-ঐ

চব্বিশ: (১০০ বার)

سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ، وَبِحَمْدِهِ.

-ঐ

পঁচিশ: (বাদ আসর ১০০ বার)

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ.

-ঐ

* * * * *

সহজ কতিপয় যিকির যা সব সময়ই পড়া যায়

এক:

سُبْحَانَ اللَّهِ.

ফযীলত: যে ব্যক্তি (প্রতিদিন) ১০০ বার ‘সুবহানাল্লাহ’ বলবে তার জন্য এক হাজার নেকি লেখা হবে অথবা তার এক হাজার গুনাহ ক্ষমা করা হবে। -সহীহ মুসলিম: ২৬৯৮; সুনানে তিরমিজি: ৩৭৬৮।

দুই:

الْحَمْدُ لِلَّهِ.

ফযীলত: ‘আলহামদুলিল্লাহ’ মীযান ভরে দেয়। আর ‘সুবহানাল্লাহ ওয়াল-হামদুলিল্লাহ’ আকাশ আকাশমণ্ডলি ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থান পূর্ণ করে দেয়। -সহীহ মুসলিম: ২২৩; সুনানে তিরমিজি: ৩৮২৬; সহীহ ইবনে হিব্বান: ৮৪৪।

তিন:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

ফযীলত: সর্বোত্তম যিকির হল ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এবং সর্বোত্তম দোয়া হল ‘আলহামদুলিল্লাহ’। -সুনানে তিরমিজি: ৩৬৮০; সহীহ ইবনে হিব্বান: ৮৪৬; মুসতাদরাকে হাকেম: ১৮৫৫, ১৮৭৩।

চার:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَيَحْمَدُهُ.

ফযীলত: কেউ দৈনিক ১০০ বার এটি বললে তার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে যদিও তা সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হয়। -সহীহ বুখারী: ৬৪০৫; সহীহ মুসলিম: ২৬৯১; সুনানে তিরমিজি: ৩৭৭১, ৩৭৭৪; মুসনাদে আহমদ: ৮০০৯, ১০৬৮৩।

আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় কথা হলো, বান্দা এই বাক্যটি বলা। মুসনাদে আহমদ: ২১৪২৯।

পাঁচ:

سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ، وَبِحَمْدِهِ.

ফযীলত: কেউ একবার এই বাক্য বললে (এর বিনিময়ে) জান্নাতে তার জন্য একটি খেজুর গাছ রোপন করা হয়। -সুনানে তিরমিজি: ৩৭৬৯-৭০; মুসতাদরাকে হাকেম: ১৮৬৮, ১৯০৯।

ছয়:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ.

ফযীলত: এই দুটি বাক্য মুখে হালকা (তথা: বলতে সহজ), তবে মীযানের পাল্লায় ভারী এবং করুণাময় আল্লাহর নিকট অতি প্রিয়। -সহীহ বুখারী: ৬৪০৪; সহীহ মুসলিম: ২৬৯৪।

সাত:

سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ.

ফযীলত: এই চারটি বাক্য আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয়। -সহীহ মুসলিম: ২১৩৭; মুসনাদে আহমদ: ২০২৪৪। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার কাছে সারা দুনিয়া অপেক্ষা এ বাক্যগুলো বলা অধিক পছন্দনীয়। -সহীহ মুসলিম: ২৬৯৫; সুনানে তিরমিজি: ৩৯১৪।

এই বাক্যগুলো বান্দার গোনাহ সমূহকে ঝেড়ে ফেলে, যেভাবে গাছের পাতা ঝরে পড়ে। মুসনাদে আহমদ: ১২৫৩৪।

এই বাক্যগুলো মীযানে বড়ই ভারী। -মুসনাদে আহমদ: ১৫৬৬২; সহীহ ইবনে হিব্বান: ৮৩৩; মুসতাদরাকে হাকেম: ১৯০৬।

আল্লাহ এই চারটি বাক্য নির্বাচন করেছেন, যে ‘সুবহানাল্লাহ’ বললে- আল্লাহ তার জন্য বিশটি নেকি লিখবেন এবং তার বিশটি গোনাহ ক্ষমা করবেন। অনুরূপই ফযীলত যে বলবে ‘আল্লাহু আকবার’। একই ফযীলত যে বললে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’। আর যে বলবে: ‘আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামীন’ তার জন্য ত্রিশটি সাওয়াব লেখা হবে এবং তার ত্রিশটি পাপ মাফ করা হবে। মুসনাদে আহমদ: ৮০১২; মুসতাদরাকে হাকেম: ১৯০৭।

যে ব্যক্তি এই বাক্যগুলো বলবে, এর প্রতিটি বাক্যের বিনিময়ে তার জন্য জান্নাতে গাছ রোপণ করা হবে। সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৮০৭; মুসতাদরাকে হাকেম: ১৯০৮।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«خذوا جُنَّتكم.. من النار»؛ قول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. فإنهن يأتين يوم القيامة منجيات ومقدمات، وهن الباقيات الصالحات.

তোমরা জাহান্নাম থেকে রক্ষার ঢাল গ্রহণ করো। তা হলো, উপরোল্লিখিত বাক্যগুলো বলা। কেননা, কেয়ামতের দিন এগুলো (পাঠকারীর জন্য) রক্ষাকারী ও অগ্রবাহিনী হিসেবে আসবে। আর এগুলো 'আল-বাকিয়াতুস সালিহাত' (চিরস্থায়ী নেককর্ম সমূহের অন্তর্ভুক্ত)। মুসতাদরাকে হাকেম: ২০০৮।

আট:

سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.

ফযীলত: আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا.

আর চিরস্থায়ী নেককর্মসমূহই আপনার রবের নিকট প্রতিদানের বিবেচনায় উত্তম এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার দিক থেকেও উৎকৃষ্ট। সূরা কাহাফ: ৪৬।

তিনি আরও ইরশাদ করেন,

وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًا.

আর চিরস্থায়ী সৎকর্মসমূহ আপনার রবের নিকট প্রতিদানেও উৎকৃষ্ট এবং পরিণামেও শ্রেষ্ঠ। সূরা মারযাম: ৭৬।

"চিরস্থায়ী সৎকর্মসমূহ" এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, পূর্বোক্ত বাক্যগুলো। -মুসনাদে আহমদ: ৫১৩। [১২]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

[১২] أنظر: تفسير ابن كثير - ط ابن الجوزي (١٦٠/٥)، الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور، ٣/٣٠٩؛ ٣/٣٥٠. في موسوعة التفسير المأثور (٥٤١/١٣): تعددت الأقوال عن ابن عباس في تفسير الباقيات الصالحات، ووجه ابن عطية (٦١٥/٥) تلك الأقوال، فقال: «وقول ابن عباس بكل الأقوال دليل على قوله بالعموم». وفيها أيضا (٥٤٤/١٣): أفادت الآثار اختلاف المفسرين في معنى: {والباقيات الصالحات} على أقوال: الأول: الصلوات الخمس. الثاني: ذكر الله بالتسبيح والتقديس والتهليل، ونحو ذلك. الثالث: العمل بطاعة الله. الرابع: الكلام الطيب. ورجح ابن جرير (٢٨١/١٥) مستندا إلى دلالة العموم القول الثالث، وهو قول ابن عباس من طريق عطاء، وعلي بن أبي طلحة، وابن زيد إلخ.

استكثروا من الباقيات الصالحات، قيل: وما هن يا رسول الله؟

“তোমরা বেশি বেশি বেশি করে ‘আল-বাকিয়াতুস সালিহাত’ (চিরস্থায়ী নেক আমলগুলো) কর। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! সেটা কি?” তিনি বললেন, «التكبير، والتهليل، والتسبيح، والتحميد، ولا حول ولا قوة إلا بالله».

তাকবীর (আল্লাহু আকবার), তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ), তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ), তাহমীদ (আল-হামদু লিল্লাহ) এবং লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। -মুসনাদে আহমাদ: ১১৭১৩; সহীহ ইবনে হিব্বান: ৮৪০; মুতাদরাকে হাকেম: ১৯১০।

নয়:

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.

ফযীলত: এই বাক্যটি জান্নাতের এক রত্নভাণ্ডার। -সহীহ বুখারী: ৪২০৫; সহীহ মুসলিম: ২৭০৪। এবং জান্নাতের একটি দরজা। -সুনানে তিরমিজি: ৩৮৯৮।

মে'রাজ রজনীতে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলেন: আপনার উম্মতকে নির্দেশ দিন, তারা যেন বেশি করে জান্নাতে গাছ রোপণ করে। আর জান্নাতে বৃক্ষ রোপন হলো:

سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.

-সুনানে তিরমিজি: ৩৭৬৭; আল-মুজামুস সগীর: ৫৩৯; মুসনাদে আহমদ: ২৩৫৫২; সহীহ ইবনে হিব্বান: ৮২১।

দশ:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

ফযীলত: কেউ দিনের বেলা একশ বার এ দোয়াটি পড়লে দশটি দাস মুক্ত করার সমপরিমাণ সওয়াব পাবে। তার নামে একশটি সওয়াব লেখা হবে। একশটি গোনাহ ক্ষমা করা হবে। সে দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তানের হাত থেকে নিরাপদ থাকবে। (কেয়ামতের দিন) তার চেয়ে উত্তম আমল নিয়ে আর কেউ আসবে না। যদি না কেউ এ দোআটি তার চেয়ে বেশি পড়ে। সহীহ বুখারী: ৩২৯৩, ৬৪০৩; সহীহ মুসলিম: ২৬৯১।

আর কেউ যদি প্রতিদিন দুইশো বার তা পড়ে, তাহলে তার আগে বিগত কেউই (প্রতিদানের বিষয়ে) তাকে ছাড়িয়ে যেতে পরবে না এবং তার পরে আগত কেউই তার নাগাল পাবে না; তবে যে তার চেয়ে অধিক আমল করে, সে ব্যতীত। -মুসনাদে আহমদ:

৬৭৪০, ৭০০৫।

আর যে ব্যক্তি তা দশ বার পাঠ করলো, সে যেন ইসমাইল আলাইহিস সালাম এর বংশধরের চারজন গোলাম আযাদ করল। সহীহ মুসলিম: ২৬৯৩; সুনানে তিরমিজি: ৩৮৬৯; মুসনাদে আহমদ: ২৩৫৮৩।

এগার:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.

ফযীলত: যে ব্যক্তি এই বাক্যগুলো পাঠ করবে, তার গোনাহ সমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনার সমান হয়। মুসনাদে আহমদ: ৬৪৭৯, ৬৯৭৩; সুনানে তিরমিজি: ৩৭৬৩; মুসতাদরাকে হাকেম: ১৮৭৪।

বার:

দুরুদ শরীফ পাঠ করা। (ইতিপূর্বে দুরুদের কিছু বাক্য উল্লেখ করা হয়েছে।) চাইলে এই সংক্ষিপ্ত দুরুদও পড়তে পারে—

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلِّمْ.

ফযীলত: যে ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওপর একবার দুরুদ পড়বে, আল্লাহ তার ওপর দশটি রহমত অবতীর্ণ করবেন। -সহীহ মুসলিম: ৪০৮। এছাড়াও তার জন্য দশটি নেকি লিখে দেবেন। -সুনানে তিরমিজি, ২/৩৭; মুসনাদে আহমদ: ৭৫৬১-৬২; সহীহ ইবনে হিব্বান: ৯০৫, ৯১৩; মুসনাদে আবু ইয়ালা: ৬৫২৭। তার দশটি গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন এবং তার মর্যাদা দশবার উন্নীত করবেন। -সুনানে নাসায়ী: ১২৯৭; মুসনাদে বাজ্জার: ৩৭৯৯; আল-আহাদীসুল মুখতারাহ: ১৫৬৮। আর যে তাঁর প্রতি সালাম প্রেরণ করবে, আল্লাহ তার উপর দশবার শান্তি বর্ষণ করবেন। -সুনানে নাসায়ী: ১২৯৫; মুসনাদে আহমদ: ১৬৩৬১।

কেয়ামতের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অধিক নৈকট্য লাভ করবে ওই ব্যক্তি যে তাঁর প্রতি সবচেয়ে বেশি সালাত প্রেরণ করে। -সুনানে তিরমিজি: ৪৯০; সহীহ ইবনে হিব্বান: ৯১১।

যত সময় ধরে ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওপর দুরুদ পড়তে থাকে, তত সময় পর্যন্ত ফেরেশতাগণ তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকে।

-সুনানে ইবনে মাজাহ: ৯০৭; মুসনাদে আহমদ: ১৫৬৮০, ১৫৬৮৯-৯০।

অধিক পরিমাণে দুরুদ পড়ার বদৌলতে আল্লাহ তাআলা ব্যক্তির চিন্তা-পেরেশানী দূর করে দেন। অধিকন্তু তার গোনাহগুলোও ক্ষমা করে দেওয়া হয়। -সুনানে তিরমিজি: ২৬২৫; মুসতাদরাকে হাকেম: ৩৬২০; মুসনাদে আহমদ: ২১২৪২।

জুমআর দিন বেশি বেশি দুরুদ পড়া চাই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي.

“নিশ্চয় জুমার দিন শ্রেষ্ঠতম দিনগুলোর অন্যতম। সুতরাং সেদিন তোমরা আমার ওপর বেশি বেশি দুরুদ পড়। কেননা তোমাদের দুরুদ আমার কাছে পেশ করা হয়।”
-সুনানে নাসায়ী: ১৩৭৪; সুনানে আবু দাউদ: ১০৪৭, ১৫৩১; মুসনাদে আহমদ: ১৬১৬২; সহীহ ইবনে হিব্বান: ৯১০।

* * * * *

رتبة الأحاديث الواردة في فضل أواخر سورة الحشر

الحديث

عن معقل بن يسار، عن النبي ﷺ، قال: «من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا، ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة».

تخريج الحديث وتحقيقه:

أخرجه أحمد (٢٠٣٠٦)، والدارمي (٣٤٦٨)، والترمذي (٣١٤٩)، ت: شعيب الأرناؤوط)، وابن الضريس في فضائل القرآن (٢٣٠)، ط. دار الفكر)، والطبراني في المعجم الكبير (٢٢٩/٢٠)، رقم: (٥٣٧)، والدعاء (٣٠٨)، وابن السني في عمل اليوم والليلة (٨٠)، (٦٨١)، والأصبهاني في الترغيب والترهيب (١٣٠٩)، وابن بشران في الأمالي (٢٠٨)، والبيهقي في الشعب (٢٢٧٢)، والثعلبي في تفسيره (٣٠٨٩)، ط. دار التفسير)، والبغوي في تفسيره (٨٨/٨)، والرافعي في التدوين في أخبار قزوين (٤٩٥/٢)، والمزي في تهذيب الكمال (٢٩٥/٢٩)، كلهم من طريق خالد بن طهمان أبي العلاء الخفاف، عن نافع بن

أبي نافع، عن معقل بن يسار مرفوعاً.

فيه خالد بن طهمان؛ قال يحيى بن معين عنه: ضعيف. تاريخ ابن معين - رواية الدوري (٣٣٣/٣)، ورواية الدارمي، صفحة ٢٤٥. وقال: خلط خالد الخفاف قبل موته بعشر سنين، وكان قبل ذلك ثقة، وكان في تخليطه، كل ما جاؤوه به ورآه قرأه. الكامل، ٤٣٨/٣. قال أبو حاتم: من عتق الشيعة، محله الصدق. الجرح والتعديل، ٣/٣٣٧؛ المغني، ٢٠٣/١. قال ابن عدي: ولخالد بن طهمان غير ما ذكرت من الحديث قليل، ولم أر في مقدار ما يرويه حديثاً منكراً. الكامل، ٤٤٠/٣. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يخطئ ويهم (٢٥٧/٦). قال الذهبي: وثق. الميزان، ٦٣٢/١. وقال: صدوق، شيعي، ضعفه بن معين. الكاشف، ٣٦٥/١. وقال أبو عبيد: لم يذكره أبو داود إلا بخير. وقال ابن الجارود: ضعيف. تهذيب التهذيب - ط دبي، ٦٩٩/٣. وقال ابن حجر: صدوق، رُمي بالتشيع، ثم اختلط. التقريب، صفحة ١٨٨.

وأما نافع بن أبي نافع الراوي عن معقل؛ فإن كان هو نفع بن الحارث أبا داود الأعمى - كما جزم به أبو حاتم الرازي، وابن الجوزي، والعراقي، والذهبي، وابن حجر - فهو متروك الحديث، وإن كان غيره فهو لا يعرف.

قال ابن أبي حاتم: نافع بن أبي نافع روى عن معبد [١] روى عنه.. سئل أبي عنه، فقال: هو أبو داود نفع، [٢] وهو ضعيف الحديث. الجرح والتعديل، ٤٥٩/٨. [وقال: سألت أبي عن أبي داود نفع، فقال: منكر الحديث، ضعيف الحديث. المصدر نفسه، ٤٩٠/٨].

قال الذهبي: نافع بن أبي نافع عن معبد، لا يعرف. ويقال: هو أبو داود نفع. ميزان الاعتدال، ٢٤٢/٤. قال ابن حجر: نافع بن أبي نافع عن معقل بن يسار، وعنه أبو العلاء

[١] معبد: لعله تصحيف عن معقل، والله أعلم.

[٢] قال ابن الجوزي: نفع بن الحارث أبو داود الأعمى الكوفي: ويقال له السبيعي؛ لأنه مولا هم، يروي عن أنس، وقد دلسه بعض الرواة فقال: نافع بن أبي نافع. الضعفاء والمتروكون، ١٦٥/٣. وقال الذهبي: نافع بن أبي نافع عن معبد، يقال: هو أبو داود نفع، أحد المتروكين. المغني في الضعفاء، ٦٩٣/٢. وقال: نفع بن الحارث، أبو داود النخعي الكوفي القاص الهمداني الأعمى.. وقد دلسه بعض الرواة، فقال نافع بن أبي نافع. ميزان الاعتدال، ٢٧٢/٤. وقال العراقي في التقييد والإيضاح (صفحة ٣١١): «نافع ابن أبي نافع هذا مجهول، قاله علي بن المديني، وجعله أبو حاتم نفعاً أبا داود أحد الهلكى، وأما المزي فجعله آخر ثقة تبعاً لصاحب الكمال. والأول هو الصواب».

الخفاف، قال في الإكمال: لا يعرف. تعجيل المنفعة، ٣٠٣/٢. وقال: نافع بن أبي نافع عن معبد لا يعرف. ويقال: هو أبو داود نفع أحد الهلكى. لسان الميزان، ٢٤٩/٨.

وقال: نافع ابن أبي نافع: هو نفع أبو داود الكوفي، وجعل المزي الراوي عن معقل والراوي عن أبي هريرة واحدا وهم، قد شرحته في تهذيب التهذيب. تقريب التهذيب، صفحة ٥٥٨. وقال: نفع ابن الحارث أبو داود الأعمى مشهور بكنيته كوفي، ويقال له نافع، متروك، وقد كذبه ابن معين. المصدر السابق، صفحة ٥٦٥. وقال: فقال -ابن أبي حاتم-: يروي -نافع بن أبي نافع- عن معقل، روى عنه وبيض. سألت أبي عنه، فقال: هو أبو داود نفع، وهو ضعيف. قلت: وسيأتي في ترجمة بعد قليل.. [٣] وخالد بن طهمان الذي دلس أبا داود نفعًا - هكذا - فسماه بما لم يشتهر به.. وقال الذهبي في "الميزان": نافع بن أبي نافع عن مَعْبَد، لا يُعَرَف، ويقال: هو أبو داود نُفَيْع. تهذيب التهذيب - ط دبي، ٥٧٩-٥٨٢.

قال الترمذي: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. سنن الترمذي ت بشار، ٣٢/٥. وقال النووي: إسناده فيه ضعف. الأذكار (صفحة ١٥٦؛ ت مستو). ساق الذهبي في الميزان (٦٣٢/١) هذا الحديث، وقال: لم يحسنه الترمذي، وهو حديث غريب جدا، ونافع ثقة [٤] اهـ.

[٣] فقال: نُفَيْع بن الحارث، أبو داود الأعمى الدَّارمي - ويقال: السَّبيعي - الكوفي القاص، ويقال: اسمه نافع. روى عن: عمران بن حُصَيْن، ومَعْقِل بن يَسَار، وأبي برزة الأسلمي.. [قال ابن أبي حاتم: روى عن زيد ابن ارقم ومعقل بن يسار.. روى عنه أبو اسحاق الهمداني.. وخالد بن طهمان أبو العلاء. الجرح والتعديل، ٤٨٩/٨] وقال أحمد بن أبي يحيى: سمعت أحمد بن حنبل يقول: سمعت ابن معين يقول: أبو داود الأعمى يضع، ليس بشيء. قال الدوري، عن ابن معين: لم يكن ثقة.. وقال عمرو بن علي: متروك الحديث. وقال أبو زرعة: لم يكن بشيء. وقال أبو حاتم: منكر الحديث، ضعيف الحديث. وقال البخاري: يتكلمون فيه. وقال الترمذي: يضعف في الحديث. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال في موضع آخر: ليس بثقة، ولا يكتب حديثه. وقال العقيلي: كان ممن يغلو في الرفض. وقال ابن عدي: هو في جملة الغالية بالكوفة. وقال ابن حبان في "الضعفاء": نفع أبو داود الأعمى يروي عن الثقات الموضوعات توهمًا، لا يجوز الاحتجاج به.. قال الساجي: كان منكر الحديث، يكذب.. وقال الدولابي، والدارقطني: متروك. وقال الحاكم: روى عن بريدة، وأنس أحاديث موضوعة.. وقال ابن عبد البر: اتفقوا على ضعفه، وكذبه بعضهم، وأجمعوا على ترك الرواية عنه. وقرأت بخط الذهبي: دلسه بعض الرواة، فقال: نافع بن أبي نافع. تهذيب التهذيب - ط دبي، ٧١٧-٧٢١.

وقال ابن حجر: هذا حديث غريب.. رجاله ثقات إلا الخفاف [٥] فضعفه ابن معين، وقال ابن حبان في الثقات: يخطئ، ويهم. قلت: (ابن حجر) ووجدت لحديثه شاهدا من حديث أبي أمامة، [٦] وآخر من حديث أنس. أخرجهما ابن مردويه في التفسير. وسندهما ضعيف، فيه راويان أضعف من الخفاف. نتائج الأفكار (٢/ ٤٠٥-٤٠٦؛ ط. دار ابن كثير).

وقال أيضا: أخرجه الترمذي، وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. كذا قال. وقد وجدت له شاهداً في "تفسير ابن مردويه" من حديث أنس، [٧] ومن حديث أبي أمامة، ولكنه أضعف من هذا. إتحاف المهرة، ٣٨٨/١٣.

وضعه الشوكاني في تحفة الذاكرين (صفحة ١٢١) والألباني في إرواء الغليل (٥٨/٢). قال محققو المسند (٤٢١/٣٣؛ ط. الرسالة) والترمذي (١٨٥/٥؛ ط. الرسالة): إسناده ضعيف، خالد بن ظهمان ضعفه ابن معين، وقال: خلط قبل موته بعشر سنين، وكان قبل ذلك ثقة، وكان في تخليطه كل ما جاؤوا به يقرؤه، وحسن الرأي فيه أبو داود وأبو حاتم. وأما نافع بن أبي نافع الراوي عن معقل، فإن كان هو نافع بن الحارث أبا دواد الأعمى فيما قاله أبو داود، فهو متروك الحديث، وإن كان غيره فهو لا يعرف كما قاله الذهبي في "الميزان" ٤/ ٢٤٢ هـ.

[٤] قلت (الراقم): قوله (ونافع) أي البزاز، الراوي عن أبي هريرة (ثقة)؛ لا الراوي عن معقل بن يسار -رضي الله عنه- الذي هو المراد في هذا المقام، وهو إما متروك -إن كان أبا داود نافع-، أو مما لا يعرف؛ ففي كلامه شيء.

[٥] أي ونافع بن أبي نافع، وهو متروك أو مجهول؛ كما مر.

[٦] قال الإمام ابن مَرْذُويَّة: حدثنا أحمد بن محمد بن السري، حدثنا يحيى بن إسماعيل الجريري، حدثنا حسين بن علي الجريري، حدثنا عبد الرحمن بن محمد العرزمي، عن أبيه، عن مكحول، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ﷺ: «من تعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات، ثم قرأ آخر سورة الحشر بعث الله سبعين ألف ملك يطردون عنه شياطين الإنس والجن، إن كان ليلاً حتى يصبح، وإن كان نهاراً حتى يمسي». التفسير المسند لابن مَرْذُويَّة (٧٨٩، ٢/ ٨٣؛ ط. دار ابن عساكر). علق عليه محققه علاء الدين محمد إسماعيل: «ضعيف جداً.. فيه عبد الرحمن بن محمد بن عبيد العرزمي: قال أبو حاتم: «ضعيف»، وقال الدارقطني متروك، وقال ابن حبان: يُعتبر حديثه من غير روايته عن أبيه». ينظر: اللسان: (٤٦٧). وأبوه محمد بن عبيد بن ميسرة: قال أبو زرعة وعمرو بن علي الفلاس، وأبو عبد الرحمن النسائي، وعلي بن الجنيدي والأزدي: متروك، وقال الحاكم: متروك الحديث، لا خلاف أعرفه بين أئمة النقل. إكمال تهذيب الكمال: (٤١٩٠).

تتمة:

عن أبو أمامة الباهلي مرفوعاً: من قرأ خواتيم الحشر من ليل أو نهار، فقبض في ذلك اليوم أو الليلة؛ فقد أوجب الجنة. أخرجه البيهقي في الشعب (٢٢٧١)، وابن عدي (٣٣٥/٤) وغيرهما، من طريق أبي عثمان سليم بن عثمان الفوزي عن محمد بن زياد الألهاني. وقال: وهذه الأحاديث التي ذكرت عن سليم بن عثمان عن محمد بن زياد لا يحدث بها عن محمد بن زياد غير سليم هذا، ومحمد بن زياد الألهاني هو من ثقات أهل الشام، روى عنه الثقات من الناس، وإنما أنكروها على سليم؛ لأنه روى عن محمد بن زياد، ومحمد من ثقاتهم (٣٣٦/٤).

قال أبو حاتم الرازي: عنده عجائب، وهو مجهول. الجرح والتعديل، ٢١٦/٤. قال الذهبي في المغني (٢٨٤/١): سليم بن عثمان الفوزي الحمصي عن محمد بن زياد الألهاني: "متهم واه". وقال: «ليس بثقة»، وأورد الحديث المذكور وغيره، ثم قال: «قال أبو زرعة: هذه الأحاديث مسواة موضوعة». ميزان الاعتدال، ٢٣٠-٢٣١. وقال: زعم أنه سمع من محمد بن زياد الألهاني، فروى عنه أحاديث منكرة. تاريخ الإسلام - ت بشار، ٨٧/٥. وقال: صاحب عجائب، اتهم بالوضع. ديوان الضعفاء، صفحة ١٧٦.

قال ابن عدي: روى عن محمد بن زياد الألهاني مناكير. سمعت ابن جوصا يقول: سألت أبا زرعة بن عمرو عن أحاديث سليم بن عثمان الفوزي عن محمد بن زياد، وعرضتها عليه فأنكرها، وقال: لا تشبه حديث الثقات عن محمد بن زياد، وقال مرة: مسواة موضوعة. الكامل في الضعفاء، ٣٣٤/٤. وقال ابن حبان في الثقات: روى عنه سليمان بن سلمة الخبائري الأعاجيب الكثيرة، ولست أعرفه بعدالة ولا جرح، وليس له راو غير سليمان، وسليمان ليس بشيء، فإن وجد له راو غير سليمان اعتبر حديثه. قلت: له رواية غيره، وتعين توهينه. وقال أبو حاتم: عنده عجائب، وهو مجهول. لسان الميزان، ١٨٤/٤.

رمز السيوطي لضعفه في الجامع، قال المناوي في فيض القدير (٢٠١/٦): وممن جزم بضعفه الحافظ العراقي اهـ. قال العراقي: «وللبيهقي في الشعب من حديث أبي أمامة بسند ضعيف» فذكره. تخريج أحاديث الإحياء (صفحة ٣٩٩؛ ط. دار ابن حزم). وقال في التفسير المظهر (٢٥٧/٩): «رواه ابن عدي والبيهقي، وسنده ضعيف». وقال الألباني: وهذا إسناد ضعيف جداً. سلسلة الأحاديث الضعيفة، ١٤٩/١٠.

[٧] قال الإمام ابن مردويه: حدثنا عثمان بن محمد البصري، حدثنا النعمان بن محمد بن نعيم، حدثنا محمد بن عبادة الواسطي، حدثنا قرة بن عيسى، حدثنا بن يوسف ابن إبراهيم، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: (من قرأ آخر سورة الحشر ثم مات من يومه أو ليلته، كفر عنه كل خطيئة عملها). المصدر السابق نفسه (٧٩٢، ٨٨/٢؛ ط. دار ابن عساكر). علق عليه محققه:

ضعيف جدا.. فيه قرّة بن عيسى الواسطي: مجهول الحال. يوسف بن إبراهيم التميمي، أبو شيبّة الواسطي قال البخاري: سمع أنس عنده عجائب، وقال ابن عدي ليس هو بالمعروف ولا له كثير حديث، قال ابن حجر: «ضعيف». ينظر: الكامل (١٦٧٣)، التقريب: (٧٨٥٥). والحديث أشبه بالموضوع. انتهى كلامه.

تنمة:

روى الثعلبي (٣٠٨٨، ٢٦/٢٧٧) أيضا عن محمد بن يونس الكديمي: حدثنا عمرو بن عاصم: حدثنا أبو الأشهب عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «من قرأ آخر سورة الحشر غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر». قال زكريا الأنصاري في فتح الجليل ببيان خفي أنوار التنزيل: «موضوع». وقال الألباني بعد إيراد هذه الرواية: ويزيد بن أبان ضعيف. والكديمي وضاع. سلسلة الأحاديث الضعيفة، ١٠/١٤٩-١٥٠.

ففيه محمد بن يونس الكديمي القرشي، وهو «متكلم فيه» [تكلموا فيه كثيرا. لسان الميزان، ٩/٤١٩]. فأتى عليه غير واحد، راجع: تاريخ بغداد ت بشار (٦٨٨/٤)، تهذيب الكمال (٧١-٧٠/٢٧)، تهذيب تهذيب الكمال (٣٤٨/٨)، تهذيب التهذيب - ط دبي (١٢/٤٧٦-٤٧٧)، الجامع لعلوم الإمام أحمد - الرجال، ١٩/٧٩.

قال ابن حبان: وكان يضع على الثقات الحديث وضعاً، ولعله قد وضع أكثر من ألف حديث. المجروحين، ٢/٣١٣. وينظر: المغني، ٢/٦٤٦. وقال ابن عدي: اتهم بوضع الحديث وبسرقة، وادعى رؤية قوم لم يرهم، ورواية عن قوم لا يعرفون، وترك عامة مشايخنا الرواية عنه. الكامل، ٧/٥٥٣. وقال: والكديمي أظهر أمراً من أن يحتاج أن يبين ضعفه. الكامل (٧/٥٥٥)، السنن الكبرى، ١/٢٩٢. وقال-موسى بن هارون الجمال: تقرب إلي الكديمي بالكذب. الكامل، ٧/٥٥٣. وقال موسى بن هارون -وهو متعلق بأستار الكعبة-: اللهم! إني أشهدك أن الكديمي كذاب، يضع الحديث. سير أعلام النبلاء، ١٣/٣٠٤.

وقال أبو حاتم: يدل حديثه على أنه ليس بصدوق. الجرح والتعديل، ٨/٨٥. وينظر: المصدر نفسه، ٨/١٢٢. وقال الدارقطني: يتهم بوضع الحديث، وما أحسن فيه القول إلا من لم يخبر حاله. تهذيب الكمال (٧٢/٢٧)، ميزان الاعتدال، ٤/٧٥. وذكر ابن الجوزي عنه بأنه: ضعيف. الضعفاء والمتروكون، ٣/١٠٩. وقال القاسم بن زكريا المطرز: أنا أجاثي الكديمي بين يدي الله يوم القيامة، وأقول: إن هذا كان يكذب على رسولك وعلى العلماء. تهذيب الكمال (٧٥/٢٧)، سير أعلام النبلاء (١٣/٣٠٤)، ميزان الاعتدال، ٤/٧٥. وقال أبو عبيد الآجري: رأيت أبا داود يطلق في محمد بن يونس الكذب. تهذيب الكمال (٧٤/٢٧)، سير أعلام النبلاء، ١٣/٣٠٤.

قال سليمان الشاذكوني: بيت الكذب. تهذيب الكمال، ٢٧/٧٥. وقال الأزدی: متروك الحديث.

الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي (١٠٩/٣)، إكمال تهذيب الكمال، ٤٠١/١٠. وقال الحاكم أبو أحمد: الكديمي زاهب الحديث. إكمال تهذيب الكمال، ٤٠٢/١٠. وقال السمعاني: كان يضع الحديث على الثقات. إكمال تهذيب الكمال، ٤٠٢/١٠. وقال الذهبي: أحد المتروكين.. وأما إسماعيل الخطبي فقال بجهل: كان ثقة. الميزان، ٧٤/٤. وفي الكشف الحثيث (صفحة ٢٥٤): أحد المتروكين. وقال الخليلي: ليس الكديمي بذاك القوي، ومنهم من يقويه. إكمال تهذيب الكمال، ٤٠٢/١٠. وقال ابن حجر: ضعيف. تقريب التهذيب، صفحة ٥١٥.

وفي سنده أيضا: «يزيد بن أبان الرقاشي»؛ قال شعبة: (لأن أزني أحب إلي من أن أحدث عن يزيد الرقاشي). وقال: (لأن يعمل الرجل يزني خير له من أن يروي عن أبان ويزيد الرقاشي). الكامل في الضعفاء، ١٣٠/٩. وقال: لأن أقطع الطريق أحب إلي من أن أروي عن يزيد الرقاشي. الضعفاء الكبير للعقيلي، ٣٧٣/٤. وقال البخاري: كان شعبة يتكلم فيه. التاريخ الكبير، ٣٢٠/٨. وقال أحمد بن حنبل: (هو ضعيف). وقال: (ليس ممن يحتج به). وقال: (كان منكر الحديث). الجامع لعلوم الإمام أحمد - الرجال، ٥٢٢/١٩.

قال يحيى بن معين: (ضعيف)، وقال: (في حديثه ضعف)، وقال: (كان رجلا صالحا، قد روى عنه الناس، وليس بالقوي في حديثه). الكامل، ١٣٠-١٣١/٩. قال الآجري، عن أبي داود: رجل صالح، سمعت يحيى يقول: رجل صدق. تهذيب التهذيب - ط دبي، ٦٧٠/١٤. قال يحيى: رجل صالح، لكن حديثه ليس بشيء. المجروحين، ٩٨/٣. ويقول يحيى بن سعيد القطان: رجل صالح ولكن حديثه ليس بشيء. الأنساب للسمعاني، ١٥١/٦.

قال ابن حبان: حتى كان يقلب كلام الحسن فيجعله عن أنس عن النبي ﷺ وهو لا يعلم، فلما كثر في روايته ما ليس من حديث أنس وغيره من الثقات بطل الاحتجاج به، فلا تحل الرواية عنه إلا على سبيل التعجب. المجروحين، ٩٨/٣. وقال ابن عدي: ونرجو أنه لا بأس به. الكامل، ١٣١/٩. وقال أبو حاتم: كثير الرواية عن أنس بما فيه نظر، صاحب عبادة وفي حديثه صنعة. الجرح والتعديل، ٢٥٢/٩. وقال النسائي: متروك. الضعفاء والمتروكون (صفحة ١١٠)، ديوان الضعفاء، صفحة ٤٤٠.

وقال يعقوب بن سفيان: فيه ضعف. وقال الحاكم أبو أحمد: متروك الحديث. تهذيب الكمال، ٦٩/٣٢. وقال البيهقي في القضاء والقدر (صفحة ٣٥٥): «لا يحتج به»، وقال في الأسماء والصفات (١٣٩/٢): «متروك». وقال الدراطيني: ضعيف. الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي (٢٠٧/٣)، الميزان، ٤١٨/٤. وقال الترمذي: يضعف في الحديث. السنن ط الرسالة، ٥/٤٥٩، ٤٨٩. وقال ابن سعد: وكان ضعيفا قدريا. الطبقات الكبرى ط العلمية، ١٨٢/٧. وقال الزيلعي: ضعيف. تخريج أحاديث الكشاف (٢٠١/٣)، وينظر: المصدر نفسه، ٤٤١/٢. وقال الذهبي: ضعيف. الكاشف، ٣٨٠/٢. وقال ابن حجر: سيء الحفظ جدا، كثير المناكير، كان لا يضبط الإسناد فيلزم بأنس رضي

قال ابن الصُّرَيْس: أخبرنا يزيد، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن محمد بن زياد الألهاني، عن عتبة، حدثنا أصحاب نبينا: «أنه من قرأ خواتيم الحشر حين يصبح أدرك ما فاته من ليلته إلى أن يمسي، ومن قرأها حين يمسي أدرك ما فاته في نهاره، وكان محفوظا إلى أن يصبح، فإن مات أوجب، ومن قرأها حين يمسي أدرك ما فاته من نهاره، وكان محفوظا إلى أن يصبح، فإن مات وجب». فضائل القرآن، صفحة ١٠٤. إسناده حسن.

في إسناده يزيد بن عبد العزيز الطيالسي: قال أبو حاتم: صدوق، ثقة، من نبلاء الرجال. الجرح والتعديل (٢٧٨/٩)، الأنساب للسمعاني (١١٢/٩)، تاريخ الإسلام تدمري، ٤٦٦/١٦. [وينظر لترجمته: الأسامي والكنى لأبي أحمد - ت الأزهرى (١٢١/٣)، المقتنى (٢١١/١)، فتح الباب في الكنى والألقاب، صفحة ٢٩١]. وابن عياش: صدوق "التقريب"، ومحمد بن زياد: ثقة "التقريب". وغُثْبَة: لعله تصحيف عن "عَبَّة"، وهو -على ما ظهر لي- أبو عَبَّة الخولاني: صحابي "التقريب". [٨]

وأخرج الدارمي (٣٦٢٦، ت: مرزوق الزهراني) -واللفظ له-، وابن الصُّرَيْس (٢٢٧، ط. دار الفكر) عن الحسن قال: «من قرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر إذا أصبح

الله عنه كل شيء يسمعه من غيره. المطالب العالية، ٥٤٥/١٨. قلت: وقال الساجي: كان يهم ولا يحفظ، ويحتمل حديثه لصدقه وصلاحه. تهذيب التهذيب - ط دبي، ٦٧١/١٤. وقال: ضعيف. تقريب التهذيب، صفحة ٥٩٩.

وعند الثعلبي (٣٠٩١، الناشر: دار التفسير) أيضا من طريق يزيد الرقاشي عن أنس -رضي الله عنه- أن رسول الله -ﷺ- قال: من قرأ آخر سورة الحشر: {لو أنزلنا هذا القرآن على جبل} إلى آخرها فمات من ليلته مات شهيدا. علق عليه محققه: «إسناده ضعيف، فيه يزيد الرقاشي ضعيف، وفي إسناده من لم أجد ترجمته، ومن لم يذكر بجرح أو تعديل».

وأخرج ابن السني في «عمل اليوم والليلة» -واللفظ له- وابن مردويه (رقم: ٧٩١، ط. دار ابن عساكر) من طريق يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-: أن رسول الله -ﷺ- أوصى رجلا إذا أخذ مضجعه أن يقرأ سورة الحشر، وقال: «إن مت مت شهيدا»، أو قال: «من أهل الجنة». علق عليه محققه سليم الهلالي: إسناده ضعيف جدا. قال الحافظ - (نتائج الأفكار، ٧٠/٣، ط. دار ابن كثير)-: هذا حديث غريب، وسنده ضعيف من أجل يزيد أه. وقال شيخنا ناصر السنة العلامة الألباني - رحمه الله - في "الضعيفة": "وهذا إسناده ضعيف؛ يزيد -وهو ابن أبان الرقاشي- ضعيف". قلت: الذي أراه في يزيد أنه متروك الحديث مع عبادته وصلاحه، وهذا ما ذهب إليه شيخنا في "الضعيفة"، و"ظلال الجنة". عجالة الراغب، ٨٣٥/٢.

فمات من يومه ذلك، طبع بطابع الشهداء، وإن قرأ إذا أمسى فمات من ليلته، طبع بطابع الشهداء». رجاله ثقات، فإسناده صحيح إلى الحسن، وهو موقوف عليه. قد فرغث من تحريره في ٢٦/٧/١٤٤٦ هـ، الموافق ٢٧/١/٢٠٢٥ م.

* * * * *

[٨] في تهذيب التهذيب - ط دبي (١٥/ ٤٩٥-٤٩٦): أبو عَنبَةَ الخولاني، مختلف في صحبته.. روى عنه: بكر بن زرعة الخولاني.. ومحمد بن زياد الألهاني اهـ. وفيها أيضا (١١/ ٥٣٤): محمد بن زياد الألهاني.. روى عن: أبي أمانة الباهلي، والمقدام بن معدي كرب، وأبي عنبه الخولاني اهـ.